ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী- ৬
জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)
১০.
বজলুর রহমান। নিজের নাম নিয়ে সে খুউব অসন্তুষ্ট। নামটা রেখেছিল বড়বোন নাজমা। এটা একটা ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই! বজলু একটা নাম হলো! একবার শমিতা বলেছিল তোমার নামটা একেবারে রোমান্টিক না। শুনে বজলুর খারাপ লেগেছিল। বজলু বলেছিল নামে কী যায় আসে! বিদেশে এসে অনেকে নিজের নাম বদলে ফেলে। বজলুর এক বন্ধু আছে নাম খালেক। সে একটা ফ্রেঞ্চাইজের মালিক। তার নাম এখন ম্যাক। ব্যাপারটা বজলুর কাছে অরুচিকর মনে হয়। বিদেশে এসে বাঙ্গালিরা যে কত কী করে! নাম বদলে ফেলা তার একটি। নিজেকে জাতে ওঠানোর জন্য পারে না এমন কোনো কাজ তারা করেনা। আসলে নামে কী কিছু যায় আসে! বজলু অসুস্থ হয়ে শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছিল। ওর চলে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে গেলো। আরো কিছুদিন মনে হচ্ছে তাকে থাকতেই হবে ঢাকায়। এই সুযোগে যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলোনা সেটা করে নেয়া যাবে।
কিন্তু রানু ওর সাথে এরকম কোনো করলো! ও কী বজলুর উপর রাগ করেছে! চুমু খেয়েছিল বলেই কী বজলুকে এভোয়েড করলো! ওকে কোনোভাবেই বজলু হারাতে চায়না। এমন কিছু করতে চায়না যা রানুর পছন্দ নয়। কিন্তু বজলুর একমাত্র সমস্যা সে মানুষের মন পড়তে পারেনা। বিশেষকরে মেয়েদের মনতো নয়ই। কখনও কখনও মনে হয় রানুকে ও বোঝে। আবার মনে হয় বোঝে না। যখন বুঝতে পারেনা তখন বড় অসহায় লাগে। মানুষকে এই না বুঝতে পারার অসহায়ত্ব ওকে অনুক্ষন ভোগায়। শুধু রানু বলেই নয় বেশীরভাগ মানুষকেই বোঝা যায় না। মেয়েদেরতো আরো নয়। বজলুর সাথে কত মেয়ের সাথেইতো পরিচয় হলো। ঘনিষ্ঠতা হলো। কই কেউইতো শেষ পর্যন্ত কাছে নেই! কতজনইতো বজলকে আকড়ে ধরতে চেয়েছিল! বজলও চেয়েছিল কতজনকে। কই শেষপর্যন্ততো বজলু একাই। মানুষ মূলত একা কিন্তু তার মিলনই মৌলিক বলেছেন কবি আবুল হাসান। তাহলে কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে! বজলু নিজের ত্রুটিগুলো খোঁজার চেষ্টা করে। মানুষ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিজের ত্রুটি খঁজে পায়না। বজলু পায়। ও নিজেকে জানে। ভালভাবেই জানে। বজলু জানে কেনো কেউ ওর হয়না বা সবাই কেনো ওকে ফেলে চলে যায়।
রানুর সাথে একটি ছেলের বিয়ে হওয়ার কথা জেনে বজলু মোটেও চিন্তিত নয়। তাতে ওর কিছুই যায় আসে না। কেউই অনিবার্য নয় পৃথিবীতে। নিউইয়র্ক ফিরে গিয়ে ছেলেটির খোঁজ করা যায় ইচ্ছে করলে। টরন্টো এমন বেশী দুর নয়। বজলু হরহামেশাই যায় সেখানে। মানুষ কত বদলে যায়। রানু যদি বদলে যায় তাতে বজলুর কি খুব ক্ষতি হবে!

প্রেম ব্যাপারটা আসলে কি? বজলু কী কখনও কারো প্রেমে পড়েছে! বজলু কী রানুর প্রতি দুর্বল! দুর্বলতার কারনটা কী! স্বর্ণা মেয়েটি কী চেয়েছিল! বড়ই অমীমাংশিত অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খায় প্রতি নিয়ত। বজলু বেশী ভাবতে চায়না এসব নিয়ে।

বজলু দেশে এলে ধানমন্ডিতে থাকে বেশীরভাগ। ওর এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুর বাবা বেশ বড়লোক। পুরো একবিঘা জায়গার উপর বাড়ি। বাড়িটি গাছগাছালিতে ছাওয়া হলেও ধানমন্ডির নৈশব্দতা হারিয়ে গেছে। রাস্তায় পা দিলেই রাজ্যের শব্দযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হতে হয়। প্রায় সব বাড়িগুলোয় ডেভলপারদের হাতে পড়ে বহুতল ভবনে রুপ নিয়েছে। সকালে জগিং করতে উঠে এইসব দৃশ্য ভাল করে দেখে বজলু।

মতিউরদের পুরো বাড়িতে মানুষজন বেশী নেই। ওদের ঢাকায় আরো বাড়ি আছে। দোতালায় ও থাকে বাবা মার সাথে। ওরা বজলুকে নিজের ছেলের মতোই দেখে। নিচতলাটা পুরো খালি। বন্ধু মতিউর এখন বিজনেসের কাজে শাংহাই আছে। বজলুর কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। মহা আরামে আছে। চাকর বাকরে ভরা বাড়ি। ঢাকায় বজলুর বলতে গলে কোনো আত্মীয়পরিজন নেই। বন্ধুরাই ওর আত্মীয়।

এক সময় ঢাকায় বজলুর অনেক বন্ধু ছিল। এখনও আছে। বজলুর মনে হয় ঢাকার মানুষরা একটু একটু বদলে যাচ্ছে। মেয়েরা আরো বেশী। যাদের সাথে ঘনিষ্টতা ছিল তারাও একটু দুরের হয়ে গেছে। এজন্য কি বজলু দায়ী, না ওরা! এই প্রশ্নটাও মীমাসিংত নয়। বজলু আসলে শেষ পর্যন্ত জানতে চায় ওর জানা প্রতিটা মানুষকে। রহস্যভেদ করতে চায়। নিজের সন্তষ্টির জন্য চায়।

বজলু মিলাকে ফোন দিল। ফোন ফোন খেলায় মেতে উঠতে ইচ্ছে করলো। ফোন করা এখন কত সহজ হয়ে গেছে এদেশে। প্রায় প্রতিটা মানুষের হাতে ফোন। মিলার সাথে পরিচয় হয়েছিল বছর দুই আগে। উত্তরায় থাকে মিলা। চার নম্বর সেক্টরে। গত বছর যখন বজলু ঢাকায় আসে তখন মিলা ছিল লন্ডন। দেখা হয়নি। মিলা সরকারী চাকুরি করে। সাইন্টিফিক অফিসার। ওর হাজবেন্ড একটি বিদেশী কোম্পানীর বড় কর্মকর্তা। দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম। বেশ আয়েশী জীবন ওদের। সেবার যে ক'দিন ছিল ঢাকায় কয়েকবার গেছে বজলু মিলার বাসায়। বজলু নিজের আগ্রহেই গেছে। মিলা যে বিবাহিত তাতে কিছু অসুবিধা হয়নি বন্ধুত্বে। মিলা খুব ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও খুবই আকর্ষনীয়। বিশেষকরে ওর দুটো চোখ এবং হাসি।

সেই দিনটা ছিল বিশেষ একটা দিন। মিলা ফোন করে যেতে বলল। তখন সন্ধ্যা। এর আগেরদিন অবশ্য অফিসের পর গুলশানে এসেছিল মিলা। নিজের ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়ে বজুলর সাথে ঘুরেছে গাড়িতে। বজলুই পৌঁছে দিয়েছে বাসায়। অনেক কথা হয়েছিল। তুমি করে বলেছিল। বজলুর হাতে হাত রেখেছিল। ওর হাজবেন্ড গেছে অফিসের কাজে লন্ডন।

মিলা পরে আছে একেবারে ঘরোয়া পোষাক। ঢিলেঢালা। কেয়ারলেস। ওর সুন্দর বক্ষযুগল বড় বেশী স্ফুঠিত। মসৃন দুটো পা ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। স্লিভলেস কামিজে দুটো হাতে রাজ্যের আবাহন। চোখে কিসের যেনো দুখ। নরম লাইটের আলোয় সবকিছু মোহময়।

১১.

ওরা বসল মুখোমুখি। খাবার তুলে দিচ্ছে নিজের হাতে। ঘরটার মধ্যে একটা সুঘ্রান ছড়াচ্ছিল। চমৎকার করে সাজানো ঘর। মন ভালো হয়ে যায়। কোথা থেকে সুন্দর মিউজিক ভেসে আসছে। বড় বেশী রোমান্টিক করে তোলা হয়েছে ঘরটাকে। এর আগেতো এত সৌন্দর্য চোখে পড়েনি!

আজক বজলু কথা হারিয়ে ফেলেছে। ঘরটার মধ্যে একটা নিরবতা ঝুলে আছে। মিলাও কিছু বলছে না। বজলু একটু কেক দাতে কেটে বলল, সুন্দরতো!

কী।

সবকিছু।

সবকিছু কী!

তোমার ঘর, মিউজিক..।

ব্যস!

আর তুমি।

আকরাম হচ্ছে মিলার হাসবেন্ড পারভেজের বন্ধু। আকরামই সেবার বজলুকে মিলাদের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। আকরাম ইমিগ্রেশন লইয়ার। ঢাকায় ওর জমজমাট ব্যবসা। সম্ভবত ইমিগ্রেশনের কোনো ব্যাপারে আকরাম গিয়েছিল। সেদিনই পরিচয় ওই পরিবারটির সাথে। তখনই বজলু বুঝেছিল আবার দেখা হবে। এটাই শেষ নয়। কিছু কিছু ব্যাপার আগে থেকেই বোঝা যায়। চোখের ভাষা আর ঠোটের কাঁপন অনেক বার্তা আগাম পৌঁছে দেয়। মিলাকে দেখেই বুঝেছিল সেটা বজলু। (চলবে)

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
Toronto
jasim.mallik@gmail.com